উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ মাঘ ১৪২৮ শনিবার ৪.০০ টাকা 15 January 2022 Saturday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

বিরাট স্বপ্নভঙ্গ ও কিগানের জন্ম

তেরোর পাতায়

চালক ও যন্ত্রের ত্রুটিতেই দুর্ঘটনা

এখনও ছড়িয়ে রয়েছে খেলনাগাড়ি, জুতো। শুক্রবার দোমোহনির দুর্ঘটনাস্থলে। ছবি : অভিরূপ দে

যা তথ্য উঠে আসছে

- দুর্ঘটনার সময় নাকি ট্রেনের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ৯৫-১০০ কিলোমিটার
- ট্রেনের যান্ত্রিক সমস্যার কথা চালক বুঝতে পেরেছিলেন এনজেপি স্টেশনেই
- রানিনগর স্টেশনে ট্রেন থেকে আগুনের ফুলকি দেখেন সেখানকার কর্মীরা
- জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে প্ল্যাটফর্ম বরাবর পরীক্ষা করেও ত্রুটি ধরা পড়েনি

সমস্যা দেখতে এক স্টেশন আগেও দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন

সপ্তর্ষি সরকার ও চাঁদকুমার বড়াল

দোমোহনি ও কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : ভারতীয় রেলের রুলবুক বলে, একই সময় কমপক্ষে দশটা ভুল একসঙ্গে হলেই ঘটতে পারে একটি রেল দুর্ঘটনা। এদেশে রেল চলাচলের সেই আকর গ্রন্থকে যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে একটা জিনিস অন্তত স্পষ্ট। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিকানের এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পিছনেও ছিল এমনই একগুচ্ছ কারণ।

দেশের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণও ঘটনাস্থল ঘুরে ইঙ্গিত দিয়েছেন, টেকনিকাল ত্রুটির কারণেই দুর্ঘটনা। তাঁর বক্তব্য, 'যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই এই দুর্ঘটনা। তবুও গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' ঘটনার তদন্ত করছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। রেল ১২ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু এদিন বিভিন্ন মহলে কথা বলার পর উঠে আসছে অনেক ঘটনা, যাতে জড়িয়ে অনেক ভুল। মানুষের ভুল, যন্ত্রের ভুল।

গতকালও রেলের তরফে বলা হচ্ছিল, ট্রেনের গতিবেগ দুর্ঘটনার সময় ছিল ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার। এদিন ড্রাইভার প্রদীপ কুমারের সাক্ষ্যে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর অন্য তথ্য। দুর্ঘটনার সময় নাকি ট্রেনের গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ৯৫-১০০ কিলোমিটার।

সবচেয়ে বড় কথা, ট্রেনের যান্ত্রিক সমস্যার কথা চালক বুঝতে পেরেছিলেন এনজেপি স্টেশনেই। সেসময় তেমন গুরুত্ব দেননি। রানিনগর স্টেশনে ট্রেন থেকে আগুনের ফুলকি দেখেন সেখানকার কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে থামিয়ে পরীক্ষা করা হয় ট্রেনের। দুর্ঘটনাস্থলের কিছু আগেই সেই স্টেশনে এমনিতে এ ট্রেন দাঁড়ায় না। তারপরেও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি।

ইঞ্জিন থেকে খুলে পড়া ট্র্যাকশন মোটর। -সংবাদচিত্র

এদিন ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের চালক ও সহ চালককে। চালক প্রদীপ কুমার বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা ৫২ মিনিটে নাগাদ মারাত্মক ঝাঁকুনি লাগায় ইমার্জেন্সি ব্রেক কষি। তারপর নেমে দেখতে পাই উলটে যাওয়া বগিগুলিকে।'

এদিন সকালে বেলাইন হয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের পিছনের চাকাগুলি সরানো হচ্ছিল। সেখানে হাইড্রলিক জ্যাক লাগালে ইঞ্জিন থেকে আলাদা হয়ে যায় নীচের দিকে থাকা ট্র্যাকশন মোটর। বেলা বাড়তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে, ইঞ্জিনের এই ট্র্যাকশন মোটর ভেঙে যাওয়ার কারণেই ব্রেক কষতে বাধ্য হন চালক এবং ঘটে দুর্ঘটনা।

গতরাত থেকেই অনেকে আবার অভিযোগের আঙুল তুলছিলেন ট্র্যাকের দিকে। তবে জানা যায়, বিকানের এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাস্থল পেরোনোর কিছুক্ষণ আগেই ওই জায়গা পেরিয়ে যায় একটি কয়লাবোঝাই এবং একটি খালি মালগাড়ি। দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে রাস্তা করে দিতে মালগাড়ি দুটিকে ময়নাগুড়ি এবং ধূপগুড়ির মাঝে দুটি স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। যে জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেটি রেলের পরিভাষায় 'ব্লক সেকশন'-এর মধ্যে পড়ে। সেখানে ট্র্যাকে কোনও গণ্ডগোল থাকলে তা সহজেই চোখে পড়ত রেলকর্মী, *এরপর বারোর পাতায়*

পুরভোট দু'সপ্তাহ পিছোতে আর্জি তৃণমূলের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি : চার পুরনিগমে ২২ জানুয়ারির নির্ধারিত নির্বাচন স্থগিত করল না হাইকোর্ট। এব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। আদালতের নির্দেশ শুধু আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিতে শনিবার বৈঠক করবে কমিশন। তবে ইতিমধ্যে চার পুরনিগমের ভোট অন্তত দু'সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছে তৃণমূল। ফলে ভোট পিছিয়ে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও সরাসরি ভোট স্থগিত করার পরামর্শ দেয়নি প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রায় দিতে গিয়ে দুই বিচারপতি নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে প্রশ্ন করেছেন, আরও ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পুরভোট পিছিয়ে দেওয়া যায় কি? আদালতের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, কমিশন কি মনে করে, এই পরিস্থিতিতে ভোট হলে তা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে?

হাইকোর্টের বক্তব্য, 'আমাদের মতে, রাজ্যে করোনা সংক্রমণের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্বাচনের তারিখ পিছোনোর ব্যাপারে কমিশনের উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।' বিচারপতিরা অবশ্য বলেন, 'রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে সংক্রমণ বৃদ্ধিকে বিবেচনার মধ্যে রাখার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিচ্ছি।'

মামলাকারীকেও দায়িত্ব দিয়েছে হাইকোর্ট। যত দ্রুত সম্ভব করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে, যাতে কমিশন তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কমিশনের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টকে আর জানাতে হবে না। কার্যত মামলাটির নিষ্পত্তি করে দিয়েছে আদালত। রাজ্য নির্বাচন কমিশন শুধু মামলাকারীকে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে।

এরপর বারোর পাতায়

মেয়ের মুখ দেখা হল না

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ জানুয়ারি : দুই ছেলে রয়েছে। এবারে মেয়ে হয়েছে। খুদের মুখ দেখতেই তিনি তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু তা আর হল কই! বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানবস গ্রামের সুভাষ রায় (৩৫) মারা যান। শুক্রবার পৌষ সংক্রান্তির দিন সকালে সুভাষের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে গোটা দেওয়ানবস গ্রামে কান্নার রোল পড়ে যায়। ঘোকসাডাঙ্গা থানার গুমানিহাট রেলস্টেশন সংলগ্ন রঞ্জিত বর্মনের (৪২) আড়াই বছরের মেয়ে দিন ছয়েক আগে হঠাৎই মারা যায়। ময়নাগুড়ির ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনিও মারা গিয়েছেন।

এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে পাঁচজনই কোচবিহার জেলার। জখমদের অনেকেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে বলে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার এদিন নিশিগঞ্জে জানান।

নিহত ৯

চিরঞ্জিৎ বর্মন (২৩)	চান্দামারি
সুভাষ রায় (৩৮)	দেওয়ানবস
সম্রাট কার্জি (১৭)	কালপানি
রঞ্জিত বর্মন (৪২)	ঘোকসাডাঙ্গা
মঙ্গল ওরাওঁ (৪০)	পুণ্ডিবাড়ি
অজিত প্রসাদ (৩৩)	আসানসোল
সাধী খাতুন (১২)	অসম
লালু কুমার (৫৬)	উত্তরপ্রদেশ
শান্তাদেবী পাটানি (৬৮)	অসম

বৃহস্পতিবার রাত থেকেই দেওয়ানবস গ্রামে রায়বাড়ির উঠোনে সুভাষের বৃদ্ধ বাবা-মা সমানে কেঁদে চলেছেন। সুভাষ ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জয়পুরে কেবলের কাজ করতেন। কয়েক বছর ধরে প্লেনেই যাতায়াত করতেন। এবারও প্লেনেই বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু মত পালটে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন। আট মাস আগে শেষবার জয়পুরে কাজে যান। স্ত্রী টুম্পা তখন সন্তানসম্ভবা ছিলেন। আগে দুই ছেলে থাকায় এবারে মেয়ে হলে সুভাষ সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবেন বলে গিয়েছিলেন। দুর্ঘটনার কিছু আগেও স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। তারপরই ট্রেনের শৌচাগারে যান। সেই সময়ই দুর্ঘটনা ঘটায় আর বের হতে পারেননি। রাত ২টা নাগাদ বাড়িতে মৃত্যুসংবাদ আসে। তারপর থেকেই বাবা নির্মল রায়, কাকা বিমল রায় কথা বলার ভাষা হারিয়েছেন। টুম্পা জলপাইগুড়িতে ছুটে গিয়েছেন। সুভাষের ভ্রাতৃবধূ পূজা রায় বললেন, 'দুই মাসের মেয়ে কেমন আছে জানতে দুর্ঘটনার কিছু আগেও উনি ফোন করেন। কিন্তু সেটাই যে ওঁর শেষ ফোন হবে সেটা কে জানত!'

মেয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুমানিহাট রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিতও বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু তাঁরও আর বাড়ি ফেরা হল না।

এরপর বারোর পাতায়

রাজ্যের চিকিৎসায় পঞ্চমুখ রেলমন্ত্রী

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে প্রায়শই প্রশ্ন তোলেন বিজেপি নেতারা। কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের জেরে বাংলায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পিছিয়ে পড়ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। অথচ ময়নাগুড়িতে এসে খোদ রেলমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর প্রশংসা করে গেলেন।

দোমোহনিতে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে শুক্রবার জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ। আহতদের সঙ্গে কথা বলার সময়ই হাসপাতালের সুপার, নার্সিং স্টাফ ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশে রেলমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের হাসপাতালের পরিষেবার কোনও তুলনা হবে না। আমি হাসপাতাল এবং কর্মীদের পরিষেবা দেখে সত্যিই অভিভূত।' মন্ত্রীর মুখে রাজ্যের হাসপাতালের ভূয়সী প্রশংসা শুনে একটু অবাকই হন অনেকে। পরে সাংবাদিকরা মন্ত্রীকে আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করলে তখনও হাসপাতাল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

অশ্বিনী বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে মানবসেবাই একমাত্র লক্ষ্য আমাদের। তবে হাসপাতালে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, তা যথেষ্টই ভালো। আমি আশাবাদী এখানে যাঁরা ভর্তি রয়েছেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্তরিক চেষ্টায় সুস্থ হয়ে খুব শীঘ্রই তাঁরা বাড়ি ফিরবেন'। শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নন, জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের প্রশংসা করেছেন রাজস্থানের দুই মন্ত্রীও। এদিন আহতদের হাসপাতালে দেখতে যান রাজস্থানের দুই মন্ত্রী গোবিন্দরাম মেঘওয়াল ও ভানোয়ার সিং ভাটি। তাঁরাও হাসপাতালের পরিষেবার সুনাম করেন।

দুর্ঘটনায় যাঁরা গুরুতর আহত হয়েছিলেন, এমন ২৯ জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা বেশি আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জলপাইগুড়ির হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসাধীন, তাঁরা প্রায় সকলেই সংকটমুক্ত।

শুক্রবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বেলা এগারোটা নাগাদ সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পৌঁছান রেলমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পদস্থ আধিকারিকরা। প্রথমেই তিনি চলে যান পুরুষ সার্জিক্যাল বিভাগে। দুর্ঘটনায় আহত প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন মন্ত্রী। চিকিৎসা পরিষেবা বা অন্য কোনও সমস্যা রয়েছে কি না রোগীদের থেকে জানতে চান তিনি। তবে কোনও রোগীকেই মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করতে শোনা যায়নি। আহত মহিলা যাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায় মন্ত্রীকে। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার, জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর সহ অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। *এরপর বারোর পাতায়*

একনজরে

বরিসের চেয়ারে কি ঋষি সুনাক?

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। দেশজুড়ে বরিসের পদত্যাগের দাবি জোরালো হচ্ছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভেসে উঠছে চ্যান্সেলার ঋষি সুনাকের নাম। নারায়ণ মূর্তির জামাই ঋষিকে কনজারভেটিভ পার্টির একাংশই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

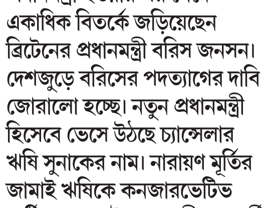

কল্যাণকে সতর্ক করল দল

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পালটা হিসেবে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছিলেন, তা ভালো চোখে দেখছে না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর, কল্যাণের বক্তব্যে ক্ষুব্ধ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দলের এক শীর্ষনেতার মাধ্যমে নেত্রী তাঁর মতামত কল্যাণকে জানিয়েছেন।

বিস্তারিত দশের পাতায়

১৫ দিন উড়ান বন্ধ থাকতে পারে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৪ জানুয়ারি : টানা দুই বছর ধরে বাগডোগরা বিমানবন্দর সংস্কারের কাজ চলছে। এবারে রানওয়ের শেষপর্যায়ের কাজ চালানোর জন্য ১১ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত টানা ১৫ দিন এই বিমানবন্দরে বিমান চলাচল বন্ধ হতে পারে। বায়ুসেনার দিল্লির কার্যালয় থেকে এবিষয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে। আর এর জেরে এখন থেকেই যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা ছড়িয়েছে। পাশাপাশি, পর্যটন ব্যবসায়ীরা এখন থেকেই চূড়ান্ত হয়রানির আশঙ্কা করছেন। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জুন মাস পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে পর্যটনের মরশুম চলে। তাই এপ্রিলে রানওয়ে সংস্কারের কাজ না করে যদি বর্তমানে করোনার কোপ চলাকালীন সময়ে এই সংস্কারের কাজ করা হত তাহলে এই সমস্যা হত না বলে তাঁদের দাবি।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর সুব্রহ্মমণি পি বলেন, 'রানওয়ে মেরামতের জন্য টানা ১৫ দিন ধরে এই বিমানবন্দর ব্যবহার করা যাবে না। বায়ুসেনার তরফ থেকে ১১ থেকে ২৫ এপ্রিল এখানে উড়ান চলাচল বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। তবে এজন্য এখনও প্রায় তিন মাস সময় রয়েছে। এর মধ্যে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলেও হতে পারে।'

বায়ুসেনার অধীনে থাকা বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রায় দুই বছর ধরে রানওয়ে মেরামতের কাজ চলছে। রানওয়ে মেরামতের জন্য সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিমান চলাচল করতে পারে। এখানে অত্যাধুনিক ইন্সট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেম (আইএলএস) এবং রানওয়ে ভিজুয়াল রে (আরভিআর) ব্যবস্থা থাকলেও সংস্কারকাজের জন্য এই ব্যবস্থাগুলিকে নোটিশ টু এয়ারমেন (নোটাম)-এ রাখা হয়েছে। আর এজন্য আবহাওয়া খারাপ হলে কম দৃশ্যমান্যতার জেরে বহু বিমান এখানে নামতে পারে না। *এরপর বারোর পাতায়*

বাগডোগরা

- টানা দুই বছর ধরে বিমানবন্দর সংস্কারের কাজ চলছে
- শেষ পর্যায়ের কাজের জন্য ১৫ দিন বন্ধ থাকতে পারে বিমানবন্দর
- আর এর জেরে এখন থেকেই যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা ছড়িয়েছে
- পর্যটন ব্যবসায়ীরা এখন থেকেই চূড়ান্ত হয়রানির আশঙ্কা করছেন